মেহেরপুরে সুন্নতে খৎনার অনুষ্ঠান পন্ড

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সন্নতে খৎনার অনুষ্ঠান পন্ড করে দিয়েছে পুলিশ।
শনিবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল সদর উপজেলার দক্ষিণ শালীকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে এ অনুষ্ঠান পন্ড করে।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদও উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মরুহুম খেদেও আলী মন্ডলের ছেলে আলমগীর হোসেন তার ছেলের সুন্নতে খৎনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রায় হাজার খানেক আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া হয়। কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমন থেকে রক্ষার জন্য পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল অপসারণ করে এবং গণজমায়েত না করার নির্দেশ দেয়। পরে আয়োজনকারী শহর থেকে প্যাকেট কিনে খাবার দাওয়াত করা লোকজনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ করেন।

স্থানীয় উপপি সদস্য আলমগীর হোসেন জানান, যেহেতু এটি পুর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়োজন ছিল। তারপরও করোনা ভাইরাসের কারণে প্যান্ডেল অপসারণ করে খাবার প্যাকেটজাত কেও দাওয়াতি লোকজনের বাড়িতে বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ পাঠিয়ে তাদের গণজমায়েত না করার অনুরোধ করলে তারা প্যান্ডেল সরিয়ে ফেলে। প্যাকেট করে খাবার পরিবেশনের পরামর্শ দেওয়া হলে তারা সেভাবেই খাবার বিতরণ করেন।
এছাড়াও মুজিবনগর উপজেলার যতারপুরে (আজ) রবিবার আরো একটি সুন্নতে খৎনার অনুষ্ঠান পন্ড করেছে উপজেলা প্রশাসন।

মেহেরপুরে ১১৫ জন হোম কোয়ারেন্টিনে , নতুন ২৯

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন ২৯ জনসহ ১১৫ জন প্রবাসীকে মেহেরপুরে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন এ তথ্য জানান।

তিনি আরো জানান, চলতি মাসে মেহেরপুরে ১৪৪৭ জন প্রবাসী ফিরেছেন। তাদের সনাক্ত করার কাজ বেশ জটিল। তারপরও আমরা সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তারা যেন হোম কায়ারেন্টিনে থাকে।

মেপ্র/ইএম

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে হিমশিম প্রশাসন

দেশ জুড়ে এখন আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস। ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে ২০ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে।
এই প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস আতঙ্কে প্রভাব পড়েছে ব্যবসা, পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই।
করোনা ভাইরাস আতঙ্ক কে পুজি করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করে দিচ্ছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিয়মিত বাজার মনিটরিং করলেও দ্রব্যমূলের উর্ধগতি থামাতে পারছেন না।

বেশি দামে আমাদের কিনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের এই অযুহাতের কাছে যেন বন্দি প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মেহেরপুরেও এর প্রভাব কোন অংশে কম নেই। ইতি মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে চালের বাজারে এর প্রভাবটা বেশি পড়েছে। রাতারাতিই বস্তা প্রতি ৫০ থেকে ৮০ টাকা কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০-১৫০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করলেও বেশি দামে কেনার ভাউচার দেখিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা। শুধু চালের বাজার না বেড়েছে কাঁচা বাজারের প্রতিটি পণ্যের দাম। এক্ষেত্রে সুযোগ নিয়েছে ছোট খাটো পরিবহন শ্রমিকরাও। রিক্সা অটো ইজিবাইক সহ বিভিন্ন পরিবহনে নেওয়া হচ্ছে বেশি ভাড়া।

মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগরে বাজার পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্যের দাম বেশি ধরা হচ্ছে। মেহেরপুর হোটেল বাজারের বেশ কয়েকজন চাল ব্যবসায়ী জানান, আমাদের মেহেরপুরে চাল উৎপাদন হয়না। বাইরে থেকে আমাদের চাল আমদানি করতে হয়। সেখানেই দাম বেশি নিচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা কি করবো।
ফল ও কাচা বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী একই কথা বলেন। তবে মাংসের বাজারের দেশি মুরগীর দাম বৃদ্ধি পেলেও কমেছে বয়লার দাম সেই সাথে অপরিবর্তন আছে গরু-ছাগল।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, করোনা আতঙ্ককে কেন্দ্র করে কেউ যেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না করে সেজন্য আমরা সার্বক্ষনিক তদারকি করছি। আপনারা জানেন, ইতিমধ্যে আমরা চালের বাজারে অভিযান পরিচালনা করেছি। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছি। সেই সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য গুলোর মধ্যে বেশ কিছু পণ্য ন্যায্যমূল্যে টিসিবি’র মাধ্যমে বিক্রয় করা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এটা চলমান থাকবে। আর ব্যবসায়ীদের ভিতর কেউ যদি বেশি দামে পণ্য বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গাংনী প্রতিনিধি এ সাহিন সিদ্দীকি জানান, সারা দেশের ন্যায় গাংনীতেও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেশি নিচ্ছে ব্যবসায়ীরা। ভ্রাম্যমাণ আদালত নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করলেও নিয়ন্ত্রণ করতে অনেকাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দাবি বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, করোনা নিয়ে গাংনীতে যে কোন অস্থিতিকর পরিবেশ মোকাবেলাই আমরা প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে হোম কোয়ারেন্টাইন সব বিষয় গুলো আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।

মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা জানান, মুজিবনগরে বাজার পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক আছে। তবে চাল ও কাচা বাজারে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রেণে রাখতে উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে।

এছাড়াও শাকিল রেজা আরও জানান, করোনা আতঙ্কে ভাটা পড়েছে মুজিবনগর পর্যটন ক্ষেত্রে। হঠাৎ করে লোক সমাগম অনকেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পর্যটন এলাকার ব্যবসায়ীরা পড়েছে লোকসানের মুখে। আশেপাশের এলাকা থেকে কিছু লোক সমাগম হলেও ব্যবসায়ীরা খেলনা সামগ্রী থেকে শুরু করে অনান্য পণ্যের দাম হাকাচ্ছে বেশি। সেই এই এলাকার পরিবহন শ্রমিকরা যাত্রিদের কাছ থেকে নিচ্ছে বাড়তি ভাড়া।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি জানান, বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে আমরা সব সময় খোজ খবর রাখছি। দ্রব্যমূল্য যদি বেশি নেয় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো।

এছাড়া আজ শনিবার থেকে আমরা নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করবো। মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্রের বিষয়ে তিনি জানান, করোনা মোকাবেলার জন্য মুজিবনগর পর্যটন বন্ধ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন করে হোম কোয়ারেন্টিনে ৩৬

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন ৩৬ জন প্রবাসীকে মেহেরপুরে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে ৮৬ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন এ তথ্য জানান। এদের মধ্যে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আওতায় নতুন করে ১৬ জন, সদরে ১৪ জন ও মুজিবনগরে ৬জন।

গাংনীতে দইু মাদকসেবীর কারাদন্ড

গাংনীতে দুই মাদক সেবনকারীর তিন মাসের কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে দন্ডিতরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহেব নগর গ্রামের বদর উদ্দীনের ছেলে মরজেম আলী (৬০) ও হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে লাভলু হোসেন (৪০)।

সুত্র জানায়, মরজেম আলী ও লাভলু হোসেন গাঁজা সেবন করছে এমন গোপন সংবাদ পেয়ে মেহেরপুর জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সাহজামাল খান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদের আটক করে।

তাদের দেহ তল্লাশী করে দুজনের কাছ থেকে ৩০ গ্রাম গাজা উদ্ধার করের তারা।

পরে ঘটনা স্থলে আদালত বসিয়ে তাদের দন্ডাদেশ দিয়ে আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

গাংনীতে করোনা প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা অভিযান ও লবন বিতরণ

করোনা প্রতিরোধে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক এর উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও তার সাথে সাথে চায়ের দোকান মালিকদের মাঝে লবণ বিতরণ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের প্রায় সবগুলো

দোকান এবং জনগণের মাঝে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন।
এ সময় তিনি চা দোকানিদেরকে ফ্রিতে লবণ বিতরণকালে বলেন, করোনা ভাইরাস এর সময় যদি খরিদ্দারদের চা দেওয়ার আগে গরম পানির সাথে লবণ দিয়ে গড়গড়া করালে করোনা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এসময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, কাউন্সিলর মিজানুর রহমান, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আহসান উল্লাহ মহন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেনসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

মুজিবনগরে ১১ ব্যাবসায়ীর জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার বিষয়ে নির্দেশ অমান্য করায় অমান্যকারী ১১ব্যাবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্মমাণ আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে কেদারগঞ্জ বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী। এ সময় ১১ জন ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে মোট সাড়ে সাত হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

নির্বাহী অফিসার জানান, গত কয়েক সপ্তাহ আগে বাজার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার জন্য সকল ব্যাবসায়ীকে নির্দেশ দিয়ে আসা হয়েছেলো। সে লক্ষ্যে সকল ব্যাবসিকের নিজের দোকানের আশেপাশে পরিষ্কার রাখার কথা ছিলো।

কিন্তু আজ যেয়ে দেখি তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিষ্কার রাখেনি। তাই সেখানে ভ্রাম্মমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা আদায় করা হয়।
এবং পরবর্তিতে যেন আর অপরিষ্কার না থাকে সে বিষয়ে আরও সতর্ক করে দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে সড়কের কাজ জোরদার করণে রাস্তা অবরোধ

মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রাম থেকে আনন্দবাসের রাস্তার কাজ জোরদার করণ করতে অবরোধ করেছে আনন্দবাস গ্রামবাসী।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটার দিকে আনন্দবাস কবরস্থানের কাছে রাস্তার দুই পাশে বাশ ফেলে রেখে অবরোধ করেন।

এ সময় দু পাশ দিয়ে যাতায়াত করা সকল প্রকার যানবাহন আধা ঘন্টা ধরে আটকিয়ে রাখে।

এ সময় শামিম আহম্মেদ, আকাশ খান, আকাশ রহমান, আরিফ, সাদিক সহ প্রায় ১০০ জন গ্রামবাসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় তারা বলেন, আনন্দবাস গ্রামের সংযোগ সড়ক সংস্কার কাজে ধীর গতির (৮-৯মাস চলছে) কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা খুব কষ্ট হয়, বৃষ্টির দিনে সড়ক দূর্ঘটনার মাধ্যমে অনেকেই ইতিমধ্যে আহত হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন কোনো ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের আমরা রাস্তা অবরোধ করে রাস্তা দ্রুত ঠিক করার দাবি জানাচ্ছি।

রাস্তার কাজ জোরদার করণের বিষয়ে উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার শাহীন আক্তার বলেন, একসাথে দুইটা রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তাই দুইদিকে কাজ করতে একটু লেট হচ্ছে। তাছাড়া কাজের সময়কাল অনুযায়ী এখনো অনেক সময় আছে। তবে যত দ্রুত সম্ভব রাস্তার কার্পেটিং এর কাজ শুরু করা হবে।

উল্যেখ্য, বল্লভপুর মোড় থেকে আনন্দবাস বাজার পর্যন্ত ৩৭৩০ মিটার রাস্তার কাজের মেয়াদকাল আছে ৬/১১/২০২০ পর্যন্ত। কাজ শুরু হয়েছিলো ২০১৯ সালের ১৪ই মে।

মেহেরপুরে সাংবাদিক কাজলের সন্ধানসহ সাংবাদিকদের নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

নিখোঁজ সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের সন্ধানসহ সারাদেশে সাংবাদিকদের নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে মেহেরপুরে সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজ।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এ কর্মসূচী পালন করা হয়। মানববন্ধনে মাহাবুবু চান্দুর সঞ্চালনায় সংবাদিক রফিকুল ইসলাম, ইয়াদুল মোমিন, মাহবুবুল হক পোলেন, মুজাহিদ মুন্না, হারুনুর রশিদ রবি, সাংস্কৃতিক কর্মী আবু তালেব, মানিক হোসেন, সাংবাদিক কাজলের বড়ভাই রফিকুল ইসলাম শামিম, ছোট বোন সাইদা খাতুন মিনি, ভাতিজা পল্লবী খাতুন, ভাবী মরিয়ম খাতুন বক্তব্য দেন।

কাজলের পরিবারের সদস্যরা তাদের স্বজনকে ফিরে পেতে সরকারের কাছে দাবি জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। এ সময় সেখানকার আকাশ ভারী হয়ে উঠে।

সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, সাংবাদিকরা দেশের ভাল-মন্দ সব কিছুই তাদের লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরেন। বিপক্ষে গেলেই আপনাদের গাত্রদাহ হয়। আপনারা সংক্ষুব্ধ হয়ে আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু কোন সাংবাদিককে গুম করে, তাঁকে নির্যাতন করে এর প্রতিকার পেতে পারেন না। এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সাংবাদিক ইয়াদুল মোমিন বলেন, নিখোঁজ সাংবাদিকের স্বজন চোখের জল আপনাদের জন্য অভিশাপ হবে। সাংবাদিকরাও মানুষ, তারাও ভুল ত্রটির বাইরে নয়। ভুল হলে আইনি ব্যবস্থা আছে। তার প্রতিকার পেতে সাংবাদিকদের আক্রান্ত করে নয়।

সাংবাদিক মাহবুবুল হক পোলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, কুড়িগ্রামে আপনি তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নিয়েছেন। একই ক্ষেত্রে মেহেরপুর সহ সকল জেলায় এ ধরণের ব্যবস্থা নেবেন আশা করিা।

ঘন্টা ব্যাপী চলা মানববন্ধনে মেহেরপুরে কর্মরত বিভিণ্ন গণমাধ্যমের কর্মী, নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের পরিবারবর্গ ও স্থানীয় নাগরিক সমাজের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে প্রবাসীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে অভিযান

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রবাস ফেরতদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে তাদের বাড়িতে গিয়ে সচেতনতামুলক অভিযান চালিয়েছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান করোনা ভাইরাস রোগী চিহ্নিত ও এর বিস্তার এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পৌরসভার মালসাদহ গ্রামে এবং বামুন্দির নিশিপুর স্কুলপাড়ায় জরুরী অভিযান চালান। তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এ সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলমসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, এ ভাইরাস থেকে মুক্তি ও জনগনকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হোম কোয়ারেন্টাইন পালনের সরকারী নির্দেশ রয়েছে। তারপরও অনেকে ১৪ দিনের এ হোম কোয়ারেন্টাইন পালন করছেন না। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলা প্রশাসন মাঠে নেমেছেন

এবং অভিযান পরিচালনা করছেন এবং এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে বিভিন্ন এলাকায় করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হয়। যে কোন সমস্যার কথা জানাতে হটলাইন নাম্বার দেয়া হয়েছে যাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে সকল শ্রেনীপেশার মানুষ।

মেপ্র/ইএম